নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নম্বর- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৭৩.০১২.২৫-৩৬৬

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

গণভোট সংক্রান্ত পরিপত্র-১

বিষয় : ২০২৬ এ অনুষ্ঠেয় গণভোট উপলক্ষে গণভোটের প্রশ্ন, অনুষ্ঠানের সময়, রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ, ভোটগ্রহণ পদ্ধতি নির্ধারণ, ফলাফল প্রকাশ, ফলাফল একত্রীকরণ এবং গেজেট প্রকাশ ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-জনতার সফল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রকাশিত জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত কতিপয় প্রস্তাবের বিষয়ে জনগণের সম্মতি রয়েছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য সরকার গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। এলক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়েছে। গণভোট অনুষ্ঠান সুষ্ঠু সুন্দর ও সুচারুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার এর সহায়ক হিসেবে নির্দেশনা স্বরুপ নির্বাচন কমিশন নিম্নোক্ত পরিপত্র জারি করছেঃ

১। গণভোট এর বিষয়/প্রশ্নঃ জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি ভোটারগণ সম্মতি জ্ঞাপন করেন কি না (হ্যাঁ/না) সে বিষয়ে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গণভোট অনুষ্ঠিত হবেঃ

(ক) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে।

(খ) আগামী জাতীয় সংসদ হবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে।

(গ) সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐকমত্য হয়েছে- সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকবে।

(ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।

২। গণভোট অনুষ্ঠানের সময়সূচি ও গণবিজ্ঞপ্তিঃ গণভোট অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ভোটগ্রহণের সময়সূচি উল্লেখ করে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিন অর্থাৎ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সকাল ০৭.৩০ টা থেকে বিকাল ০৪.৩০ টা পর্যন্ত একই সাথে বিরতিহীনভাবে অনুষ্ঠিত হবে। গণভোট সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তির নমুনা এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। জনগণের মাঝে গণভোটের বিষয়ে বহুল প্রচারের লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়সহ দর্শনীয় স্থানে গণবিজ্ঞপ্তি সাঁটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। রিটার্নিং অফিসার , সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগঃ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য কমিশন কর্তৃক যে সকল রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ও অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করা হবে সে সকল রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। একইভাবে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে যে সকল প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণ নিযুক্ত হবেন সেসকল প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগন গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ একইসাথে একই সময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৪। ভোটকেন্দ্র, ভোটার তালিকা ও ভোটারঃ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত ভোটকেন্দ্র, গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা হবে গণভোটের ভোটার তালিকা এবং উক্ত তালিকাতে উল্লিখিত ভোটারগণ গণভোট প্রদানের অধিকারী হবেন। অর্থাৎ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট সরবরাহকৃত প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য ভোটদানের অধিকারী ভোটারগণের তথ্য সম্বলিত ভোটার তালিকা গণভোটের ভোটার তালিকা হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৫। ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্সঃ

ক) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ভিন্ন রংয়ের ব্যালটে অনুষ্ঠিত হবে। গণভোটের ব্যালট (ফরম-১) গোলাপি রঙের হবে।

খ) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত, নির্ধারিত এবং সরবরাহকৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সই গণভোটের ব্যালট বাক্স হিসাবে ব্যবহৃত হবে। ভোটারগণ ভোট প্রদান শেষে জাতীয় সংসদের ব্যালট ও গণভোটের ব্যালট একই বাক্সে ফেলবেন।

গ) ভোটগ্রহণ শুরুর আধা ঘন্টা পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যালট বাক্স সিল করতে হবে। এক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৮ এ বর্ণিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ব্যবহার সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুসরণ করতে হবে।

৬। পোস্টাল ভোটঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭ দফা (১) এর উপ-দফা (ক) বা (খ) বা (গ) বা (ঘ) তে উল্লিখিত বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী ভোটার ও দেশে অবস্থানরত নির্দিষ্ট ভোটারগণও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ এর সাথে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে গণভোট এ ভোটদান করবেন। গণভোট এর জন্য পোস্টাল ব্যালট (ফরম-২) ব্যবহৃত হবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানে যোগ্য ব্যক্তিগণ যে পদ্ধতি অবলম্বনে ভোটারাধিকার প্রয়োগ করবেন গণভোটের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে। গনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা-২০০৮ এর বিধিবিধান ও পরিপত্র এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৭। অন্যান্য নির্বাচনি দ্রব্যাদিঃ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রিজাইডিং অফিসারের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকার মনিহারি দ্রব্য, সিল, অমোচনীয় কালি, ফরম, প্যাকেট ইত্যাদি নির্বাচনি দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হবে। গণভোট অনুষ্ঠানে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রদত্ত অমোচনীয় কালি, সিল, মনিহারি দ্রব্যাদি-ই ব্যবহৃত হবে। তবে গনভোটের ব্যালট পেপার সংরক্ষণ, ফলাফল প্রস্তুত ও ফলাফল একত্রীকরণের জন্য আলাদা আলাদা ফরম এবং প্যাকেট ব্যবহার করতে হবে।

গণভোটের জন্য ব্যবহৃত ফরম ও প্যাকেটসমূহঃ

ক্রমিক	বিবরণ	ফরম নম্বর	ক্রমিক	বিবরণ	প্যাকেট নম্বর
১	গণভোট এর ব্যালট পেপার	ফরম-১	১০	'হ্যাঁ' সূচক / 'না' সূচক বৈধ ব্যালট পেপার	প্যাকেট-১
২	গণভোট এর পোস্টাল ব্যালট পেপার	ফরম-২	১১	অবৈধ বা গননা থেকে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপার	প্যাকেট-২
৩	প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোট গণনার বিবরণী	ফরম-৩	১২	অব্যবহৃত ব্যালট পেপার	প্যাকেট-৩
৪	পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনার বিবরণী	ফরম-৪	১৩	নষ্ট বা বাতিলকৃত ব্যালট পেপার	প্যাকেট-৪
৫	ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী	ফরম-৫	১৪	ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	প্যাকেট-৫
৬	সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একীভুত বিবরণী (প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ফলাফল)	ফরম-৬	১৫	ফলাফল বিবরণী (ফরম-৩) রাখার প্যাকেট	প্যাকেট-৬
৭	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একীভুত বিবরণী	ফরম-৭	১৬	ব্যালট পেপার হিসাব বিবরণী রাখার প্যাকেট	প্যাকেট-৭
৮	গণভোটের রিটার্ন	ফরম-৮			
৯	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোট গণনার ফলাফলের একীভুত বিবরণী	ফরম-৯			

৮। পোস্টাল ব্যালটের জন্য নিবন্ধন ও ভোটারের নিকট পোস্টাল ব্যালট প্রেরনঃ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর পোস্টাল ব্যালটের জন্য নিবন্ধন, গণভোটের জন্য পোস্টাল ব্যালটের নিবন্ধন মর্মে গন্য হবে। গণভোট এর জন্য পৃথক নিবন্ধন প্রয়োজন হবে না। ভোটারের নিকট প্রেরিত পোস্টাল প্যাকেজের মধ্যে গণভোটের একটি ব্যালট (ফরম-২) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উল্লেখ থাকে যে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ এ বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী ভোটার ও দেশে অবস্থানরত নির্দিষ্ট ভোটারগণের জন্য পোস্টাল ব্যালটের নিমিত্ত জারিকৃত পরিপত্রের সাথে গণভোটের বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত হবে। পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধিত ভোটারগণ নিম্ন বর্ণিত খাম/কাগজপত্রাদি প্রাপ্ত হবেন-

(ক) "ফরম-২" গণভোটের ফরম;
(খ) "ফরম-৭" পোস্টাল ব্যালট পেপার; [নির্বাচন পরিচালনা বিধি-১১(২)/১১(৪)]
(গ) ''ফরম-৮'' ঘোষণাপত্র; [নির্বাচন পরিচালনা বিধি-১১(২)/১১(৪)]
(ঘ) ''ফরম-৯''/''ফরম-৯ক'' একটি বহির্গামী খাম; [নির্বাচন পরিচালনা বিধি-১১(২)/১১(৪)]
(ঙ) ''ফরম-১০''/''ফরম-১০খ'' রিটার্নিং অফিসারের ঠিকানা সম্বলিত একটি ফেরত খাম; [নির্বাচন পরিচালনা বিধি-১১(২)/১১(৪)]
(চ) ''ফরম-১০ক'' পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত একটি ছোট খাম; [নির্বাচন পরিচালনা বিধি-১১(২)/১১(৪)] এবং
(ছ) ''ফরম-১১'' ভোট প্রদানের নির্দেশাবলী। [নির্বাচন পরিচালনা বিধি-১১(২)/১১(৪)]

৯। ভোটদান পদ্ধতিঃ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে একইসাথে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট পেপারের সাথে গণভোটের একটি ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হবে এবং গণভোটের ব্যালট পেপারে হ্যাঁ বা না তে সিল দিয়ে ব্যালট পেপার ভাঁজ করে নির্ধারিত ব্যালট বাক্সে ফেলবেন। পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে, ভোটার গণভোটের পোস্টাল ব্যালট পেপারে (ফরম-২) হ্যাঁ (✓)/না (✗) এর পাশে ফাঁকা ঘরে টিক (✓) বা ক্রস (✗) চিহ্ন দিয়ে প্রদান করে তাঁর ভোট/মত প্রকাশ করবেন।

১০। ভোটার কর্তৃক ভোটদানের প্রক্রিয়াঃ ভোটার ব্যালট পেপার পাওয়ার সাথে সাথে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে যাবেন। যে প্রশ্নটিতে গণভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সে প্রশ্নে হ্যাঁ-সূচক বা না-সূচক ভোটদান করতে চাইলে একজন ভোটার ব্যালট পেপারে মুদ্রিত হ্যাঁ-সূচক ঘরে বা না-সূচক ঘরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সরবরাহকৃত সিলমোহর দ্বারা নিজ ভোট প্রদান করবেন। ভোট প্রদানের পর ভোটার ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালটের সাথে নির্ধারিত স্থানে রক্ষিত ব্যালট বাক্সে তা প্রবেশ করাবেন। পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে, ভোটার গণভোটের পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান করবার পর ব্যালট পেপারটি (ফরম-২) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট পেপার (ফরম-৭) এর সাথে একত্র করে ব্যালট পেপার রাখার ছোট খামে (ফরম-১০ক) রেখে খামটি বন্ধ করবেন। অত:পর উভয় ব্যালট পেপার সম্বলিত খাম এবং স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রটি রিটার্নিং অফিসারের ঠিকানা মুদ্রিত হলুদ খামে (ফরম-১০/ফরম-১০খ) প্রবেশ করিয়ে তা বন্ধ করে বন্ধকৃত খামটি ডাকযোগে দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পরঃ ভোটগ্রহণ সমাপ্তির অব্যবহিত পর প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে/পোস্টাল ভোটের গণনা কেন্দ্রে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের পক্ষে নিয়োজিত এজেন্টদের উপস্থিতিতে (যদি থাকে) প্রত্যেকটি ব্যালট বাক্স খুলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট ও গণভোটের ব্যালটসমূহ আলাদা করবেন। অতঃপর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালটসমূহ প্রার্থী ভিত্তিক এবং গণভোটে ভোটদানকৃত হ্যাঁ-সূচক ও না-সূচক ব্যালট পেপারসমূহ পৃথক করে গণনা করবেন। তবে নিম্নেবর্ণিত কারণে বাতিল ব্যালট পেপারসমূহ আলাদা রাখতে হবেঃ

(ক) হ্যাঁ-সুচক বা না-সুচক ঘরে ভোট দেয়া হয় নাই এবং প্রিজাইডিং অফিসারের অনুস্বাক্ষর নাই;
(খ) ভোটার কোন ঘরে ভোট দিয়েছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা না যায় (তবে শর্ত থাকে যে, সিলমোহরের বেশী অংশ যে ঘরে পড়বে সেই ঘরে ভোট দিয়েছেন বলে গণ্য হবে এবং সিলমোহর উভয় ঘরে সমানভাবে পড়লে সেই ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে)।

১২। ভোট গণনার বিবরণী প্রস্তুতকরণঃ প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গণনা সমাপ্ত হবার অব্যবহিত পর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরম-৩/ফরম-৪ (পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে) এ হ্যাঁ-সূচক ব্যালট পেপারকে সম্মতিসূচক এবং না-সূচক ব্যালট পেপারকে অসম্মতিসূচক ভোট হিসাবে গণনা করে তার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক একটি ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত করবেন। ফলাফল বিবরণীতে "হ্যাঁ" ও "না" ভোটের অনুকূলে এবং গণনা হতে বাদ দেয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা অংকে ও কথায় উল্লেখ করতে হবে।

১৩। ভোট গণনার ফলাফল বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণীর অতিরিক্ত কপি করাঃ প্রিজাইডিং অফিসারকে গণভোট গণনার ও ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণীর অতিরিক্ত সংখ্যক কপি করতে হবে, তা হতে প্রত্যেকটির একটি করে কপি প্রিজাইডিং অফিসারকে সিলমোহরকৃত গানি ব্যাগে, একটি করে কপি অফিস কপি হিসেবে নিজের কাছে, দুইটি কপি প্রাথমিক ফলাফলের জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারের নিকট হাতে হাতে হস্তান্তর করতে হবে। তাছাড়া, গণভোট গণনার বিবরণীর এক কপি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল বিবরণীর সাথে বিশেষ খামে ডাকযোগে সরাসরি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে ফলাফলের একটি কপি অবশ্যই টাঙ্গিয়ে দিতে হবে।

১৪। ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণঃ ভোট গণনা সমাপ্ত হবার পর প্রিজাইডিং অফিসার ফরম-৫ এ ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং উক্ত হিসাব বিবরণীতে প্রদত্ত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা, বাক্স হতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা, অব্যবহৃত, নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা, হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করবেন।

১৫। নির্বাচনি কাগজপত্র বিভিন্ন প্যাকেটে রাখার পদ্ধতিঃ প্রিজাইডিং অফিসার পৃথক পৃথক প্যাকেটে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি গালার দ্বারা সিলমোহর করবেন এবং প্যাকেটে রক্ষিত কাগজপত্রাদির বিবরণ প্যাকেটের উপর লিপিবদ্ধ করে প্রত্যয়ন করবেন। যথা:-

(ক) হ্যাঁ-সূচক ও না-সূচক ঘরে ভোট দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ

(খ) গণনা হতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ

(গ) অব্যবহৃত ব্যালট পেপার;

(ঘ) নষ্ট বা বাতিলকৃত ব্যালট পেপার;

(ঙ) ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র;

(চ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।

১৬। ভোটগণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণীতে এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণঃ প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণভোটের জন্য প্রস্তুতকৃত সকল বিবরণী ও প্যাকেটের উপর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গণনা কক্ষে উপস্থিত প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/ পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিশ্চিত করতে হবে। কোন এজেন্ট উল্লিখিত স্বাক্ষর প্রদানে অস্বীকার করলে তা রেকর্ড করে রাখতে হবে।

১৭। নির্বাচনি কাগজপত্রাদি সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণঃ ভোটগণনার কাজ শেষ হওয়ার পর প্রিজাইডিং অফিসার প্রাপ্ত চটের গানি ব্যাগে সমস্ত প্যাকেট ও দলিল-পত্রাদি ভর্তি করে তা সিল গালা করবেন। অতঃপর পর্যাপ্ত পুলিশ প্রহরাধীনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট তা হস্তান্তর করবেন। সহকারী রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনি মালামাল বিতরণের পূর্বে গণভোটের জন্য ব্যবহৃত গানি ব্যাগে "ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম" এবং "গণভোট" শব্দটি কালি দিয়ে লিখে অথবা লিখিত কাগজ দ্বারা সেঁটে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

১৮। সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একীভূতকরণঃ গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ১৪ নম্বর ধারার বিধান মোতাবেক প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত ভোট গণনার বিবরণী, ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য প্যাকেটসমূহ প্রাপ্তির পর সহকারী রিটার্নিং অফিসার, সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে (যদি থাকে) ভোট গণনার ফলাফল ফরম-৬ এ একীভূত করবেন। এক্ষেত্রে ফলাফল একীভূতকরণের পূর্বে সহকারী রিটার্নিং অফিসার গণনা-বহির্ভূত ব্যালট পেপারসমূহ প্রয়োজনবোধে পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন এবং তন্মধ্যে কোনো ব্যালট পেপার বৈধ বলে তার নিকট প্রতীয়মান হলে তা বৈধ ভোটের সাথে যোগ করবেন। সহকারী রিটার্নিং অফিসার যেসকল ভোট বাতিল করবেন সেগুলি নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করে পৃথক প্যাকেটে রাখবেন। এছাড়া যদি কোনো ভোটকেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বন্ধ রাখা হয় সেক্ষেত্রে সহকারী রিটার্নিং অফিসার বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্রের ফলাফলের অপেক্ষা না করে অবশিষ্ট ভোটকেন্দ্রসমূহের ফলাফল একীভূত করবেন। একীভূতকরণের পর সহকারী রিটার্নিং অফিসার ফলাফলের বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন।

১৯। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একীভূতকরণ ও ঘোষণাঃ সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণের নিকট হতে ফলাফল প্রাপ্তির অব্যবহিত পর রিটার্নিং অফিসার প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ফরম-৭ এ একীভূত করবেন। বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্রের ক্ষেত্রে সেই ভোটকেন্দ্র ব্যতিরেকে গণভোটের ফলাফল একীভূত করে ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত করবেন।

২০। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ফলাফল প্রকাশঃ গণভোটের ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত করার পর রিটার্নিং অফিসার ফরম-৮ এ ফলাফলের রিটার্ন অতিসত্বর কমিশনের নিকট দাখিল করবেন। প্রস্তুতকৃত ফলাফলের বিবরণীসমূহ রিটার্নিং অফিসারগণের নিকট হতে প্রাপ্তির পর কমিশন উক্ত ফলাফলসমূহ ফরম-৯ এ একীভুত করে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে গণভোটের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবে। তবে, কমিশন কোন ক্ষেত্রে পুনরায় ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, সেক্ষেত্রে পুনরায় ভোটগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল বিবেচনা করে গণভোটের ফলাফল ঘোষণা ও প্রকাশ করবে।

২১। ফলাফল প্রেরণ পদ্ধতি/মাধ্যমঃ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যারের (RMS) মাধ্যমে একই পদ্ধতিতে গণভোটের ফলাফল প্রেরণ করতে হবে। গণভোটের ফলাফল RMS এর মাধ্যমে প্রেরণের লক্ষ্যে আইসিটি অনুবিভাগ সফটওয়্যার আপগ্রেডেশনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দায়িত্বরত অপারেটরগণকে RMS বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

২২। কতিপয় বিষয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণঃ গণভোট অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ, ভোট কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার, আইন অমান্যকারীগণের ভোট কেন্দ্র হতে বহিস্কার, রাজনৈতিক দলের এজেন্ট সংক্রান্ত বিষয়াবলী, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক কর্তৃক ভোটগ্রহণ পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রকার নির্বাচনি অপরাধ ইত্যাদি বিষয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

(মোহাম্মদ মনির হোসেন)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
মোবাইল: ০১৭১৯-৫৮৭৩৪৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়): (অধীনস্থ সকল দপ্তর/বিভাগে ব্যাপক প্রচারের অনুরোধসহ)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব/সচিব ..... মন্ত্রনালয়/বিভাগ
৫. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা
৬. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/ডিজিএফআই/এনএসআই/এনটিএমসি/র‍্যাব, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর/পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
১১. পুলিশ কমিশনার (সকল)
১২. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা (সকল)
১৩. জেলা প্রশাসক (সকল)
১৪. পুলিশ সুপার (সকল)
১৫. সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার (সকল)
১৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার (সকল)
১৮. অফিসার ইনচার্জ (সকল থানা)

নম্বর- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৭৩.০১২.২৫-৩৬৬

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৪. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
৬. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

৭. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের অনুরোধসহ]
৮. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সদয় অবগতির জন্য]
৯. একান্ত সচিব, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ....., নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [মাননীয় নির্বাচন কমিশনারের সদয় অবগতির জন্য]
১০. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]

১১/১২/২০২৫

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০ (অফিস)
Email: sasemc1@gmail.com

ফরম-১

[গণভোট অধ্যাদেশ-ধারা-১১(২) দ্রষ্টব্য]

গণভোটের ব্যালট পেপার

ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র
গণভোট ক্রমিক ..... ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নং ..... ভোটার এলাকার নাম..... ..... ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি অফিসিয়াল/সরকারি সিল
গণভোটের জন্য ব্যালট পেপার

"আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?"; (হ্যাঁ/না):

(ক) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হইবে।

(খ) আগামী জাতীয় সংসদ হইবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হইবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হইবে।

(গ) সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হইতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐকমত্য হইয়াছে- সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে।

হ্যাঁ ✓	
না ✗	

ফরম-২

[গণভোট অধ্যাদেশ-ধারা-১১(২) দ্রষ্টব্য]

গণভোটের পোস্টাল ব্যালট পেপার

গণভোট

গণভোট-২০২৬ এর জন্য পোস্টাল ব্যালট পেপার

"আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?"; (হ্যাঁ/না):

(ক) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হইবে।

(খ) আগামী জাতীয় সংসদ হইবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হইবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হইবে।

(গ) সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হইতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐকমত্য হইয়াছে- সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে।

হ্যাঁ	
না	

ভোট প্রদানের জন্য উপরের যে কোন একটিতে (✓) টিক বা (✗) ক্রস চিহ্ন দিন।

গণভোট

ফরম ৩

[গণভোট অধ্যাদেশ-ধারা-১৪ (৫) দ্রষ্টব্য]

ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনার বিবরণী

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম

মোট ভোটার সংখ্যা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম

ইউনিয়ন/পৌরসভা		উপজেলা/থানা		জেলা	

"হ্যাঁ" ভোটের সংখ্যা (অংকে ও কথায়)	"না" ভোটের সংখ্যা (অংকে ও কথায়)	প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা [(১)+(২) এর সমষ্টি]	অবৈধ বা গণনা বহির্ভুত ব্যালট পেপারের সংখ্যা	প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা [(৩)+(৪) এর সমষ্টি]	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬

স্থান :

তারিখ: দিন মাস বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের
নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

গণভোট

ফরম ৪

[গণভোট অধ্যাদেশ-ধারা-১৪ (৫) দ্রষ্টব্য]

পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনার বিবরণী

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম

মোট ভোটার সংখ্যা

"হ্যাঁ" ভোটের সংখ্যা (অংকে ও কথায়)	"না" ভোটের সংখ্যা (অংকে ও কথায়)	প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা [(১)+(২) এর সমষ্টি]	অবৈধ বা গণনা বহির্ভূত ব্যালট পেপারের সংখ্যা	প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা [(৩)+(৪) এর সমষ্টি]	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬

স্থান :

তারিখ: দিন মাস বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

গণভোট

ফরম-৫

[গণভোট অধ্যাদেশ-ধারা-১৪ (৬) দ্রষ্টব্য]

ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম:

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম:

মোট ভোটার সংখ্যা:

ইউনিয়ন/পৌরসভা		উপজেলা/থানা		জেলা	

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ____ হইতে ____

মোট

২। ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা:

ক. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা

খ. গণনাকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা

গ. অবৈধ বা গণনা বহির্ভূত ব্যালট পেপারের সংখ্যা

ঘ. হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা

ঙ. বিনষ্ট হওয়ার কারণে বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা

মোট সংখ্যা

৩। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ____ হইতে ____

মোট

৪। ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (২ ও ৩ এ বর্ণিত)
[(১) নম্বর দফায় মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]

স্থান :

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম
পদবি ও স্বাক্ষর

গণভোট

ফরম-৬

[গণভোট অধ্যাদেশ-ধারা-১৫ (৩) দ্রষ্টব্য]

প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোট গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম :

ক্রমিক	ভোটকেন্দ্রের নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	"হ্যাঁ" ভোটের সংখ্যা	"না" ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা [(৪)+(৫) এর সমষ্টি]	অবৈধ বা গণনা বহির্ভূত বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা	প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা [(৬)+(৭) এর সমষ্টি]	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মোট :								

স্থান :

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নাম,
পদবি ও স্বাক্ষর

গণভোট

ফরম-৭

[গণভোট অধ্যাদেশ-ধারা-১৬(১) দ্রষ্টব্য]

ফলাফলের একীভূত বিবরণী

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম :

ক্রমিক	ভোটকেন্দ্রের নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	"হ্যাঁ" ভোটের সংখ্যা	"না" ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা [(৪)+(৫) এর সমষ্টি]	অবৈধ বা গণনা বহির্ভূত বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা	প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা [(৬)+(৭) এর সমষ্টি]	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভোটকেন্দ্রসমূহ হতে প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা								
প্রাপ্ত পোস্টাল ভোটের মোট সংখ্যা								
সর্বমোট :								

(ক) ভোট কেন্দ্রসমূহে প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যা	
(খ) পোস্টাল ব্যালট পেপারযোগে প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যা	
সর্বমোট (ক+খ) :	

স্থান :

তারিখ : দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম,
পদবি ও স্বাক্ষর

গণভোট

ফরম-৮

[গণভোট অধ্যাদেশ-ধারা-১৬(২) দ্রষ্টব্য]

জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহের সম্মতিজ্ঞাপন প্রশ্নে .....তারিখে অনুষ্ঠিত গণভোটের ফলাফল বিবরণীর বার্তা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম

ক্রমিক নম্বর	"হ্যাঁ" ভোটের সংখ্যা	"না" ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা [(২)+(৩) এর সমষ্টি	অবৈধ বা গণনা বহির্ভূত বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা	প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা [(৪)+(৫) এর সমষ্টি]	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবনা সমুহের প্রতি জাতীয় সংসদের .....(নির্বাচনি এলাকার নম্বর) .....(এলাকার নাম) এলাকায় সম্মতিজ্ঞাপনের পক্ষে .....টি ভোট প্রদত্ত হইয়াছে এবং সম্মতিজ্ঞাপনের বিপক্ষে .....টি ভোট প্রদত্ত হইয়াছে।

স্থান :

তারিখ : দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম
পদবি ও স্বাক্ষর

গণভোট

ফরম-৯

[গণভোট অধ্যাদেশ-ধারা-১৬(৩)]

জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহের সম্মতিজ্ঞাপন প্রশ্নে .....তারিখে অনুষ্ঠিত গণভোটে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ফলাফলের একীভূত বিবরণী

ক্রমিক নম্বর	জেলার নাম	জাতীয় সংসদের আসন নম্বর	মোট ভোটার সংখ্যা	"হ্যাঁ" ভোটের সংখ্যা	"না" ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা [(৫)+(৬) এর সমষ্টি]	অবৈধ বা গণনা বহির্ভূত বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা	প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা [(৭)+(৮) এর সমষ্টি	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১		১							
		২							
		৩							
		৪							

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবনা সমুহের প্রতি সম্মতিজ্ঞাপনের পক্ষে .....টি ভোট প্রদত্ত হইয়াছে এবং সম্মতিজ্ঞাপনের বিপক্ষে .....টি ভোট প্রদত্ত হইয়াছে।

স্থান :

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে